যীশু খ্রীষ্টরে প্রকাশ - একাদশ সংখ্যা

পশুর মূর্তি

Jeff Pippenger
2023-11-05

> আর স্বর্গে আরেকটি বিস্ময় দেখা দিল; দেখো, এক মহান লাল ড্রাগন, যার সাতটি মাথা ও দশটি শিং, এবং তার মাথাগুলোর উপর সাতটি মুকুট। আর তার লেজ স্বর্গের তারাগুলোর এক তৃতীয়াংশ টেনে আনল, এবং সেগুলোকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করল; আর ড্রাগন সেই নারীর সামনে দাঁড়াল, যে প্রসবের জন্য প্রস্তুত ছিল, যেন তার সন্তান জন্মালেই তাকে গ্রাস করতে পারে। আর সে এক পুত্রসন্তান প্রসব করল, যে লোহার দণ্ড দিয়ে সমস্ত জাতির উপর রাজত্ব করবে; আর তার সন্তানকে ঈশ্বরের কাছে, এবং তাঁর সিংহাসনের কাছে তুলে নেওয়া হলো। আর সেই নারী অরণ্যে পালিয়ে গেল, যেখানে তার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রস্তুত একটি স্থান আছে, যাতে সেখানে তাকে এক হাজার দুইশো ষাট দিন পর্যন্ত আহার জোগানো হয়। আর স্বর্গে যুদ্ধ হলো: মিকায়েল ও তাঁর স্বর্গদূতরা ড্রাগনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন; আর ড্রাগন ও তার স্বর্গদূতরাও যুদ্ধ করল, কিন্তু তারা জয়লাভ করল না; স্বর্গে তাদের জন্য আর কোনো স্থান পাওয়া গেল না। আর সেই মহান ড্রাগন নিক্ষিপ্ত হলো—সে সেই প্রাচীন সর্প, যার নাম শয়তান, অর্থাৎ সাতান—যে সমস্ত পৃথিবীকে প্রতারিত করে; তাকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করা হলো, আর তার স্বর্গদূতদেরও তার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত করা হলো। আর আমি স্বর্গে এক জোরালো কণ্ঠ শুনলাম বলতে: এখন পরিত্রাণ, এবং শক্তি, এবং আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য, এবং তাঁর খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব এসে গেছে; কারণ আমাদের ভাইদের অভিযুক্তকারী, যে দিনরাত আমাদের ঈশ্বরের সামনে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত, তাকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর তারা মেষশাবকের রক্ত ও তাদের সাক্ষ্যের বাক্য দ্বারা তাকে পরাস্ত করেছে; এবং তারা মৃত্যুর পর্যায় পর্যন্তও নিজেদের জীবনকে ভালোবাসেনি। অতএব, হে স্বর্গসমূহ, এবং তোমরা যারা তাতে বাস করো, আনন্দ করো। হায় পৃথিবী ও সমুদ্রের অধিবাসীদের জন্য! কারণ শয়তান তোমাদের কাছে নেমে এসেছে, তার প্রবল ক্রোধ নিয়ে, কারণ সে জানে তার সময় অল্প। আর যখন ড্রাগন দেখল যে তাকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে, সে সেই নারীকে নির্যাতন করল যে পুত্রসন্তান জন্ম দিয়েছে। আর সেই নারীকে এক মহান ঈগলের দুই ডানা দেওয়া হলো, যাতে সে উড়ে অরণ্যে, তার নিজের স্থানে যেতে পারে, যেখানে তাকে এক কাল, দুই কাল ও আধা কাল পর্যন্ত সর্পের মুখ থেকে দূরে লালন করা হয়। আর সর্প তার মুখ থেকে নদীর মতো জল সেই নারীর পিছু ছুড়ে দিল, যাতে তাকে বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবী সেই নারীর সাহায্য করল; পৃথিবী তার মুখ খুলে, ড্রাগনের মুখ থেকে ছুড়ে দেওয়া সেই বন্যাকে গিলে ফেলেল। আর ড্রাগন সেই নারীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে, তার বংশের অবশিষ্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরোল—যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো পালন করে, এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ধারণ করে। প্রকাশিত বাক্য ১২:১-১৭।

খ্রিস্ট ও শয়তানের মধ্যে মহাসংঘর্ষের প্রথম যুদ্ধটি তৃতীয় স্বর্গে লুসিফারের বিদ্রোহের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, এবং সেই প্রথম যুদ্ধটি প্রথম স্বর্গের শেষ যুদ্ধের আদিরূপ হিসেবে দাঁড়ায়। আরও যুদ্ধ আছে, কারণ সহস্রাব্দের শেষে শয়তানকে কিছু সময়ের জন্য মুক্ত করা হবে এবং সে জেরুজালেমের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে; কিন্তু সেই যুদ্ধে জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। শুরুর তৃতীয় স্বর্গের যে যুদ্ধটি শেষের প্রথম স্বর্গের যুদ্ধের প্রতিনিধিত্ব

করে, তা সংঘটিত হয়েছিল যখন অনুগ্রহের দরজা খোলা ছিল।

গর্ভবতী "নারী" ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং খ্রিস্টের ইতিহাসে তিনি পুত্রসন্তান যীশুকে জন্ম দিতে উদ্যত ছিলেন। শেষকালে তিনি যমজ সন্তানের জন্ম দেন। রবিবারের আইনের ঠিক আগে তিনি প্রকাশিত বাক্য সপ্তম অধ্যায়ে উল্লিখিত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্ম দেন, এবং রবিবারের আইনের সময় তিনি প্রকাশিত বাক্য সপ্তম অধ্যায়ের মহান জনসমষ্টির জন্মদানের প্রসব-যন্ত্রণা শুরু করেন। তার যমজেরা অভিন্ন নয়, তবে তারা যমজই; প্রথমজাত হলেন এলিয়াহ এবং কনিষ্ঠ পুত্র হলেন মোশি।

আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলের সূচনায়, পৌত্তলিক রোমের ড্রাগন পুত্রসন্তান যীশুকে গিলে ফেলার জন্য অপেক্ষা করছিল, এবং আধুনিক রোমের ড্রাগন এখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পুত্রসন্তানকে গিলে ফেলার অপেক্ষায় আছে। যেমন করে পৌত্তলিক রোম প্রারম্ভিক খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছিল, তেমনি আধুনিক রোম রবিবারের আইন সংকটের সময় সেই নির্যাতন পুনরাবৃত্তি করবে। প্রারম্ভিক খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীর সময়ে সেই নারী এক হাজার দুই শত ষাট আক্ষরিক বছরের জন্য অরণ্যে পালিয়ে গিয়েছিল, এবং রবিবারের আইন সংকটের নির্যাতনটি প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়, পাঁচ নম্বর পদের বেয়াল্লিশ মাস দ্বারা প্রতীকায়িত। অরণ্যে ঈশ্বরের লোকদের জন্য একটি প্রস্তুত করা স্থান আছে, যেখানে তারা আহার ও পুষ্টি পায়।

প্রকাশিত বাক্যের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পদে, শেষ তিনটি তূরীকে তিনটি 'হায়' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্যে এই 'হায়'গুলো রবিবারের আইন প্রণয়নকারী ক্ষমতাসমূহের বিরুদ্ধে ইসলামের তূরীর বিচারসমূহকে নির্দেশ করে। বারো অধ্যায়ে যে যুদ্ধের চিত্র দেওয়া হয়েছে, সেখানে এ কথা বলা হলে ইসলামের ভূমিকা চিহ্নিত হয়: "পৃথিবীর ও সমুদ্রের অধিবাসীদের হায়! কারণ শয়তান প্রবল ক্রোধ নিয়ে তোমাদের কাছে নেমে এসেছে, কেননা সে জানে যে তার সময় অল্প।" ইযেবেল তার ধর্মত্যাগী স্বামী আহাবের মাধ্যমে যে নিপীড়ন চালায়, তা 'পৃথিবী' পশু এবং 'সমুদ্র' পশুর বিরুদ্ধে পরিচালিত।

প্রকাশিত বাক্য অষ্টাদশ অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূতের আন্দোলনও, যেমন প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের মতো, চারটি প্রধান পথচিহ্ন ধারণ করে, যা বিচারের দিকে নিয়ে যায় এবং যার মধ্যে বিচারও অন্তর্ভুক্ত। প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের ক্ষেত্রে, ঐ চারটি পথচিহ্ন ছিল: ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট; ১৮৪৩ সালের বসন্তে প্রথম হতাশা; ১৮৪৪ সালের ১২ থেকে ১৭ আগস্ট মধ্যরাত্রির আর্তনাদের বার্তার আগমন; এবং ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর বিচারের সূচনা। এই চারটি পথচিহ্নের প্রতিটারই একই প্রধান বিষয় ছিল—'সময়'। ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট ছিল প্রকাশিত বাক্য নবম অধ্যায়ের পনেরোতম পদে থাকা সময়-ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা। ১৮৪৩ সালের প্রথম হতাশা ছিল সময়-সংক্রান্ত এক ব্যর্থ পূর্বাভাস। মধ্যরাত্রির আর্তনাদের বার্তাটি পূর্ববর্তী ব্যর্থ সময়-পূর্বাভাসের সংশোধন ছিল, আর ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর ছিল মধ্যরাত্রির আর্তনাদ-বার্তায় ঘোষিত সময়ের পরিপূর্ণতা।

তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনেরও সেই একই চারটি মাইলফলক রয়েছে, কারণ প্রত্যেক সংস্কাররেখায়ই সেগুলো বিদ্যমান; এবং প্রত্যেক সংস্কাররেখার ঐ চার মাইলফলকের মতোই, প্রতিটি মাইলফলক একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিষয় বহন করে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনে চারটি মাইলফলকের বিষয় হল তৃতীয় হায়-এর ইসলাম। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় হায়-এর ইসলাম ছাড়া হয়েছিল এবং পরে সংযত করা হয়েছিল। ২০২০ সালের

১৮ জুলাইয়ের ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী টেনেসির ন্যাশভিলে একটি ইসলামি হামলাকে চিহ্নিত করেছিল এবং তৃতীয় হায়-এর ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। প্রকাশিত বাক্য ১১-এর রাস্তায় যে মৃত শুকনো হাড়গুলি আছে, তাদের জাগিয়ে তোলে যে বার্তা, সেটিই মধ্যরাত্রির আর্তনাদ বার্তার নিখুঁত ও চূড়ান্ত পরিপূরণ, এবং এটি ন্যাশভিল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি সংশোধনকে উপস্থাপন করে (সময়ের উপাদান ছাড়া)। এটি চতুর্থ মাইলফলকে পরিপূর্ণতা পাবে, যা রবিবারের আইন; সেখানে তৃতীয় হায়-এর ইসলাম শিগগির আসতে থাকা রবিবারের আইন প্রয়োগের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানবে।

যখন এই সত্যটি স্বীকৃত হয়, এবং এটি মাথায় রেখে যে তৃতীয় স্বর্গদূতের প্রবল আন্দোলন আসন্ন বিচারের একটি সতর্কবার্তা, তখন তৃতীয় "হায়" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ইসলামী বিচারকে সহজেই "পৃথিবী" ও "সমুদ্র"-এর উপর নেমে আসা সেই "হায়" হিসেবে বোঝা যায়।

জীবিতদের বিচার ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে, এবং সেই সময় থেকে শীঘ্র আগত রবিবারের আইন পর্যন্ত, পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের পরীক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রবিবারের আইন থেকে শুরু করে মিখায়েল উঠে দাঁড়ানো এবং মানব অনুগ্রহের সময় বন্ধ হওয়া পর্যন্ত, তখন বিশ্বের বাকি অংশ পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের মাধ্যমে পরীক্ষিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রে সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টরা পরীক্ষা দিচ্ছেন, অথবা রবিবারের আইনের পরে সমগ্র বিশ্ব পরীক্ষা দিচ্ছে—যে ক্ষেত্রেই হোক, পরীক্ষাটি সেই পরীক্ষা হিসেবে সংজ্ঞায়িত, যেখানে আমাদের শাশ্বত পরিণতি নির্ধারিত হবে। এটি সেই পরীক্ষাও, যা আমাদের অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে, রবিবারের আইনে অনুগ্রহের সময় বন্ধ হওয়ার আগে। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে এবং পরে আবার বিশ্বে পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষা—এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাকে সঠিকভাবে বোঝা অত্যাবশ্যক।

> যখন ধর্মীয় স্বাধীনতার দেশে আমেরিকা পোপতন্ত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিবেকের উপর জবরদস্তি করবে এবং মানুষদের মিথ্যা বিশ্রামদিনকে পালন করতে বাধ্য করবে, তখন পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মানুষ তার উদাহরণ অনুসরণ করতে প্ররোচিত হবে। টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৬, ১৮।

যখন প্রতীকগুলো বোঝা যায়, তখন প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ের যে অংশটি পরপর সংঘটিত হলেও অভিন্ন ‘পশুর মূর্তি’র দুটি পরীক্ষার কথা বলে, তা সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। একটি কারণ হলো—তৃতীয় স্বর্গে প্রথম যুদ্ধে লুসিফার যে বিকৃত যোগাযোগ ব্যবহার করেছিল, তা দেখায় যে শয়তানের সেই বিকৃত যোগাযোগ প্রথম স্বর্গে শেষ যুদ্ধে আবার কীভাবে প্রকাশ পাবে।

রবিবারের আইন থেকে যে প্রথম স্বর্গের যুদ্ধ শুরু হয়, তা সারা বিশ্বের জন্য পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষাকালের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষাকাল চলছে। যখন আমরা এই দুই পরীক্ষাকালকে ক্রমানুগ হিসেবে স্বীকার করি—প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে, তারপর বিশ্বব্যাপী—তখন আমরা প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায়ে বর্ণিত যুদ্ধের মধ্যে উপস্থাপিত সত্যগুলোকে ২০০১ সালের ইতিহাস থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, লুসিফারের বিকৃত যোগাযোগ, যা সম্মোহন হিসেবে সংজ্ঞায়িত, প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রথম স্বর্গের যুদ্ধের সময় ড্রাগন শক্তি আধুনিক প্রয়োগে ব্যবহার করবে। সেই ইতিহাসে ড্রাগন যে সম্মোহন প্রয়োগ করবে, তার উদ্দেশ্য হলো যাদের ইজেবেল ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেছে, তাদের হত্যা করা।

২০০১ সালের ইতিহাসে, রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়পর্বে, সোডম ও মিসরের রাস্তায় দুই সাক্ষীকে হত্যা করা হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ১১-এর প্রথম পূর্ণতায়, সোডম ও মিসর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা জাতিটি ছিল ফ্রান্স। ফ্রান্স একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক জাতি, যা দুই শক্তি নিয়ে গঠিত—যেমন ছিল মেদো-পার্সীয় সাম্রাজ্য, যেমন ছিল বিভক্ত রাজ্যসমূহের প্রাচীন ইস্রায়েল, এবং যেমন ছিল যিহূদা ও বিন্যামিন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা যিহূদার দুই গোত্র। দুই শিংযুক্ত সব জাতি প্রতীকগতভাবে যুক্তরাষ্ট্র নামের দুই শিংযুক্ত জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

সদোম নগরী এবং মিশর দেশ রিপাবলিকানবাদ (মিশর) ও প্রোটেস্ট্যান্টবাদ (সদোম)-এর দুটি শিংকে প্রতিনিধিত্ব করে। ২০২০ সালে দুটি শিং ধ্বংস করা হয়েছিল—রিপাবলিকানবাদের শিং এবং প্রোটেস্ট্যান্টবাদের শিং। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবকে মাধ্যম করে গ্লোবালিস্ট ড্রাগন শক্তিসমূহের ব্যবহৃত সম্মোহন তখন সেই একই রীতিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যেভাবে তা প্রথম স্বর্গের আসন্ন যুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব যে বার্তা উৎপন্ন করত, তা নিয়ন্ত্রণ করে ২০২০ সালের নির্বাচনকে বৈজ্ঞানিকভাবে কারসাজি করা হয়েছিল, যাতে ফলাফল গ্লোবালিজমের দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এটি কেবল এই বোঝার প্রয়োজনীয়তার একটি উদাহরণ যে পশুর মূর্তির পরীক্ষা প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে সম্পন্ন হয়, তারপর বিশ্বে।

> প্রভু আমাকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে অনুগ্রহকাল শেষ হওয়ার আগে পশুর মূর্তি গঠিত হবে; কারণ সেটিই ঈশ্বরের লোকদের জন্য মহা পরীক্ষা হবে, যার মাধ্যমে তাদের শাশ্বত নিয়তি নির্ধারিত হবে। আপনার অবস্থান এমন স্ববিরোধিতায় ভরা এক জট যে এতে খুব কম লোকেই প্রতারিত হবে।
>
> "প্রকাশিত বাক্য ১৩-এ এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে; [প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১–১৭, উদ্ধৃত]।"
>
> এটাই সেই পরীক্ষা, যা ঈশ্বরের লোকদের সীলিত হওয়ার আগে দিতে হবে। যারা তাঁর ব্যবস্থা পালন করে এবং কৃত্রিম কোনো বিশ্রামদিন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ঈশ্বরের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রমাণ করছে, তারা প্রভু ঈশ্বর যিহোবার পতাকার অধীনে স্থান পাবে এবং জীবন্ত ঈশ্বরের সীল গ্রহণ করবে। যারা স্বর্গোদ্ভূত সত্য ত্যাগ করে এবং রবিবারের বিশ্রামদিন গ্রহণ করে, তারা পশুর চিহ্ন গ্রহণ করবে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ১৫, ১৫।

রবিবারের আইন কার্যকর হলে, সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্টদের জন্য অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হবে। যে দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ অনুসরণ করবে, তাদেরও অনুগ্রহের সময় যুক্তরাষ্ট্রের মতোই সমাপ্ত হবে।

> "বিদেশি দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ অনুসরণ করবে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা নেবে, তবুও একই সঙ্কট সারা পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের জনগণের উপর আসবে।" Testimonies, খণ্ড ৬, ৩৯৫.

শেষের গতিবিধিগুলো দ্রুত।

> "অশুভের শক্তিগুলি একত্রিত হয়ে সংহত হচ্ছে। তারা শেষ মহাসংকটের জন্য নিজেদের শক্তিশালী করছে। শিগগিরই আমাদের পৃথিবীতে বড় পরিবর্তন ঘটবে, এবং শেষের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটবে।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৯, ১১।

পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষাটি বুঝতে হলে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার কিছুটা কারিগরি প্রয়োগ প্রয়োজন। প্রথমেই, পশুর চিহ্ন এবং পশুর প্রতিমূর্তি দুটি আলাদা প্রতীক।

> 'পশুর প্রতিমূর্তি' ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের সেই রূপটির প্রতিনিধিত্ব করে, যা গড়ে উঠবে যখন প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি তাদের মতবাদ বলবৎ করতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাইবে। 'পশুর চিহ্ন' এখনো সংজ্ঞায়িত হওয়া বাকি। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৪৪৫।

পশুর চিহ্ন হলো রবিবার পালন, আর পশুর মূর্তি হলো এমন এক গির্জা যা তার ধর্মীয় মতবাদ বলবৎ করতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে।

> প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চগুলোর পক্ষ থেকে রবিবার পালনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা আসলে পাপাসির—অর্থাৎ পশুর—উপাসনাকে বাধ্যতামূলক করা। চতুর্থ আজ্ঞার দাবি বোঝার পরও যারা সত্য বিশ্রামদিনের পরিবর্তে মিথ্যা বিশ্রামদিন পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তারা এর দ্বারা সেই শক্তিকেই শ্রদ্ধা জানায়, যার দ্বারাই একমাত্র এটি আদিষ্ট। কিন্তু ধর্মীয় কর্তব্যকে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতার জোরে বলবৎ করার সেই কাজের মাধ্যমেই চার্চগুলো নিজেরাই পশুর এক প্রতিমূর্তি গড়ে তুলবে; অতএব যুক্তরাষ্ট্রে রবিবার পালন বলবৎ করা মানে হবে পশু ও তার প্রতিমূর্তির উপাসনা বলবৎ করা। The Great Controversy, 448, 449.

পশুর মূর্তি গির্জা ও রাষ্ট্রের সংমিশ্রণকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে সেই সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ গির্জার হাতে থাকে। ইযেবেল যেমন আহাবের উপর শাসন করেছিল, তেমনি হেরোদিয়াস হেরোদের উপর শাসন করেছিল। পশুর চিহ্ন হলো রবিবার পালন। পশুর মূর্তি সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়। পশুর চিহ্ন একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দুকে নির্দেশ করে। পশুর মূর্তি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়, কিন্তু কেবল তখনই পূর্ণ পরিপক্বতায় পৌঁছে, যখন তা রাষ্ট্রকে তার ধর্মীয় মতবাদসমূহকে আইন হিসেবে পাস করাতে বাধ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে। পরীক্ষাটি মূর্তির "গঠন"-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

> কিন্তু 'পশুর অনুরূপ মূর্তি' বলতে কী বোঝায়? এবং এটি কীভাবে গঠিত হবে? মূর্তিটি তৈরি করে দুই শিংযুক্ত পশুটি, এবং এটি পশুর অনুরূপ একটি মূর্তি। এটিকে 'পশুর মূর্তি'ও বলা হয়। অতএব, মূর্তিটি কেমন এবং এটি কীভাবে গঠিত হবে তা জানতে হলে আমাদের পশুটি নিজেই—পোপতন্ত্র—এর বৈশিষ্ট্যসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে।
>
> "প্রথম যুগের গির্জা যখন সুসমাচারের সরলতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি গ্রহণ করল, তখন সে ঈশ্বরের আত্মা ও শক্তি হারাল; এবং মানুষের বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতার সমর্থন চাইল। ফলস্বরূপ সৃষ্টি হলো পোপতন্ত্র, এমন এক গির্জা যা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং তা নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করত, বিশেষ করে 'বিধর্ম'কে শাস্তি দেওয়ার জন্য। যুক্তরাষ্ট্র যাতে পশুর প্রতিমূর্তি গঠন করতে পারে, তার জন্য ধর্মীয় ক্ষমতাকে সিভিল সরকারকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যে গির্জা নিজের উদ্দেশ্য পূরণে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও ব্যবহার করবে।" The Great Controversy, 443.

পশুর মূর্তি ও পশুর চিহ্নের মধ্যে পার্থক্যটি বেশ প্রথাগত অ্যাডভেন্টিস্ট ধারণা। এই বিষয়টি নিয়ে অ্যাডভেন্টিজম সাধারণত যে জায়গায় পথ হারায়, তা হলো প্রকাশিত বাক্যের তেরো অধ্যায়। তারা কোনোভাবে রবিবারের আইনের পর যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড—যখন তা পৃথিবীকে পশুর জন্য একটি মূর্তি স্থাপন করতে বাধ্য করে—সেটিকে যুক্তরাষ্ট্রে পশুর

মূর্তি স্থাপনের বিষয়টির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। এগুলো দুটি ভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল।

খ্রিস্ট অনেকের সঙ্গে এক সপ্তাহের জন্য চুক্তি নিশ্চিত করতে এসেছিলেন, এবং সপ্তাহের মধ্যভাগে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন। সুতরাং, সেই সপ্তাহটি প্রতীকীভাবে সেই দুইটি সময়কালকে নির্দেশ করে, যখন পশুর প্রতিমূর্তি গঠিত হয়। খ্রিস্টের সপ্তাহটি দুইটি অভিন্ন সময়কালে বিভক্ত ছিল, যা খ্রিস্টের প্রতিমূর্তিকে উপস্থাপন করে। শেষ দিনগুলোর দুইটি পরীক্ষার সময়কাল খ্রিস্টবিরোধীর প্রতিমূর্তিকে নির্দেশ করে।

প্রথম এক হাজার দুইশো ষাট দিনের সময়কালে, খ্রিষ্ট নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, এবং তারপর তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর আরেকটি অভিন্ন এক হাজার দুইশো ষাট দিনের সময়কাল ছিল, যখন শিষ্যরা সাক্ষ্য দিয়েছিল, যতক্ষণ না স্তিফানের প্রস্তরাঘাতের সময় মাইকেল উঠে দাঁড়ালেন। ক্রুশ রবিবারের আইনের প্রতীক। পশুর মূর্তি গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি পরীক্ষার সময়কাল প্রথম সময়কালটিকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে চিহ্নিত করে, যাদের প্রতিরূপ খ্রিষ্ট; এবং সেই সময়কালটির সমাপ্তি হয় রবিবারের আইনে, যা ক্রুশ দ্বারা প্রতীকায়িত। শেষের সেই অভিন্ন পরীক্ষার সময়কাল, যা খ্রিষ্টের সময়ে শিষ্যদের কাজ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, বৃহৎ জনসমষ্টির উপর কেন্দ্রিত; এবং এর সমাপ্তি ঘটে যখন মাইকেল উঠে দাঁড়ান, স্তিফানের প্রস্তরাঘাতের সময় নয়, বরং দানিয়েল ১২:১-এ মানবের অনুগ্রহকাল সমাপ্তির সময়।

অনেকে প্রকাশিত বাক্যের তেরো অধ্যায়ের এগারো নম্বর পদ ও তার পরবর্তী অংশে বর্ণিত ঘটনাবলির প্রকৃত ধারাবাহিকতা দেখতে ব্যর্থ হন, কারণ প্রায়ই মনে হয় তারা এ কথা স্বীকার করতে ইচ্ছাকৃতভাবে অনিচ্ছুক যে, যুক্তরাষ্ট্র যখন ড্রাগনের মতো কথা বলে, তখন তা যুক্তরাষ্ট্রে পশুর মূর্তির সম্পূর্ণ গঠনের প্রতিনিধিত্ব করে। যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন পাস করতে হলে, সেই আইনের আগে যুক্তরাষ্ট্রে পশুর মূর্তি গঠিত থাকতে হবে। বিষয়টি যদি আপনার বোধগম্য না হয়, তবে The Great Controversy থেকে সদ্য উদ্ধৃত কয়েকটি অংশ আবার পড়ুন।

তেরো অধ্যায়ের একাদশ পদে যখন যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগনের মতো কথা বলে, তা বোঝায় যে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মত্যাগী গির্জাগুলোর নির্দেশে আইন প্রণয়নকারী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ একটি রবিবারের আইন পাস করছে। রবিবারের আইন সম্পর্কিত আদেশটি যুক্তরাষ্ট্রের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

> "আমি দেখলাম যে দুটি শিংযুক্ত জন্তুর ড্রাগনের মুখ ছিল, এবং তার শক্তি তার মাথায় ছিল, এবং ফরমান তার মুখ থেকে বেরোবে।" স্পল্ডিং ও ম্যাগান, ১।

আমাকে সবসময় বিস্মিত করছে যে, অ্যাডভেন্টবাদীরা বুঝতে হিমশিম খায় যে, যখন দুটি শিংযুক্ত পৃথিবীর পশু ড্রাগনের মতো কথা বলে, তখন তা শুধু যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইনকে চিহ্নিত করছে না, বরং পোপতন্ত্রের সমুদ্র-পশুর প্রতিমূর্তিও যে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে, তা-ও চিহ্নিত করছে। যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন পাশ করতে হলে, গির্জা ও রাষ্ট্রের ঐক্যটি আগে থেকেই সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মচ্যুত গির্জাগুলি এমন নয় যে, তারা সোমবার একত্রিত হয়, তারপর মঙ্গলবার কংগ্রেসে গিয়ে বলে যে বুধবারের মধ্যেই তারা রবিবার-সংক্রান্ত আইন পাস করতে চায়। গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সংযুক্তির প্রক্রিয়া ঘটে, তা পশুর প্রতিমূর্তির "গঠন" হিসেবে উপস্থাপিত—যেমন দানিয়েল অধ্যায় ৩-এ স্বর্ণমূর্তির "গঠন"। এটি নির্মাণ করতে কিছুটা সময় লাগবে। পশুর

প্রতিমূর্তি হলো সেই ব্যবস্থা, যা পোপতন্ত্র অন্ধকার যুগে লক্ষ লক্ষ শহীদকে হত্যা করতে ব্যবহার করেছিল; এবং রবিবারকে আইন কার্যকর করতে যে সামাজিক পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় আইনি পূর্বনির্দেশ দরকার, তা গড়ে তুলতে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বিকাশ আবশ্যক। সেই সব বিকাশ পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষা হিসেবে চিহ্নিত হয়, যার মাধ্যমে "আমাদের চরিত্র নির্ধারিত হবে"; এবং সেটিই সেই পরীক্ষা, যা "আমরা সীলমোহরপ্রাপ্ত হওয়ার আগে" উত্তীর্ণ হতে হবে।

> প্রভু আমাকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে অনুগ্রহের সময় শেষ হওয়ার আগে পশুর প্রতিমূর্তি গঠিত হবে; কারণ এটি ঈশ্বরের লোকদের জন্য এক মহান পরীক্ষা হবে, যার মাধ্যমে তাদের চরিত্র নথিভুক্ত নির্ধারিত হবে... এটাই সেই পরীক্ষা যা সীলপ্রাপ্ত হওয়ার আগে ঈশ্বরের লোকদের অবশ্যই মুখোমুখি হতে হবে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, ভলিউম ১৫, ১৫।

রবিবারের আইনই সেই মধ্যরাতের সংকট, যখানে দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ পরিপূরণ ঘটে। সেই মধ্যরাতের সংকটে প্রকাশ পাবে, আমরা জ্ঞানী ফিলাডেলফীয় কুমারী, না মূর্খ লাওদিকীয় কুমারী। মূর্খরা পশুর চিহ্ন গ্রহণ করে, আর জ্ঞানীরা ঈশ্বরের সীল গ্রহণ করে। যে-ই কখনো সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চে যোগ দিয়েছে, সে সদস্য হওয়ার পূর্বেই মতবাদগত সত্যসমূহের তালিকায় সম্মতি দিয়েছে; অতএব প্রত্যেক সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টকে সাবাথের সত্যের আলো উপস্থাপিত হয়েছে।

> "যদি সত্যের আলো আপনার কাছে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, যা চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রামদিনকে প্রকাশ করেছে, এবং দেখিয়েছে যে রবিবার পালনের জন্য ঈশ্বরের বাক্যে কোনো ভিত্তি নেই, তবুও আপনি এখনও মিথ্যা বিশ্রামদিনে আঁকড়ে থাকেন, ঈশ্বর যে বিশ্রামদিনকে 'আমার পবিত্র দিন' বলেন, সেটিকে পবিত্রভাবে পালন করতে অস্বীকার করেন, তবে আপনি পশুর চিহ্ন গ্রহণ করেন। এটি কখন ঘটে?-যখন আপনি সেই আদেশ মান্য করেন যা আপনাকে রবিবার শ্রম থেকে বিরত থাকতে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করতে নির্দেশ দেয়, অথচ আপনি জানেন যে বাইবেলে এমন একটি কথাও নেই যা রবিবারকে সাধারণ কর্মদিবস ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে দেখায়, তখন আপনি পশুর চিহ্ন গ্রহণে সম্মতি দেন, এবং ঈশ্বরের মোহরকে প্রত্যাখ্যান করেন। আমরা যদি এই চিহ্ন আমাদের ললাটে বা হাতে গ্রহণ করি, তবে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে ঘোষিত বিচার আমাদের উপরেই নেমে আসবে। কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের মোহর আরোপিত হয় তাদের উপর, যারা বিবেকানুগভাবে প্রভুর বিশ্রামদিন পালন করে।" Review and Herald, ২৭ এপ্রিল, ১৯১১।

যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতিমূর্তির গঠন ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে শুরু হয়েছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। এই বিষয়টিকে সমর্থন করার জন্য কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষ্য রয়েছে। সেই সময় থেকে আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত, সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টরা নিজেদের চরিত্র নির্ধারণ করে নিচ্ছেন—এটি নির্ভর করছে তারা পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কি না। আমি বিশ্বাস করি, খুব অল্প সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টই জানেন যে পশুর প্রতিমূর্তি একটি পরীক্ষা। খুব কম, থাকলেও, জানেন কীভাবে এটি একটি পরীক্ষা হতে পারে, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে কী দরকার তা তারা জানেন না। আমাদের বিচার হয় শুধু আমাদের কাছে যে আলো আছে তার দ্বারা নয়, বরং সেই আলোর দ্বারাও যা আমরা পেতে পারতাম, যদি জ্ঞানবৃদ্ধি অনুধাবনে আমরা নিজেদের নিয়োজিত করতাম। সুতরাং লাওদিকীয় অন্ধত্ব পাপের ছয় হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অন্ধত্ব।

> আমার লোকেরা জ্ঞানের অভাবে ধ্বংস হয়; কারণ তুমি জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেছ, আমিও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব, যাতে তুমি আর আমার জন্য পুরোহিতি না হও; যেহেতু তুমি তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভুলে গেছ, আমিও তোমার সন্তানদের ভুলে যাব। হোশেয়া ৪:৬।

পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের পরীক্ষাটি আসন্ন রবিবারের আইনে গিয়ে শেষ হয়, এবং যদি আমরা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হই, তবে তেলে নিতে অস্বীকার করা অন্যান্য সমস্ত মূর্খ লাওদিকিয়ার কুমারীদের সাথে আমরাও পশুর চিহ্ন গ্রহণ করব। আমি এখানে এই বোঝাপড়ার সমর্থনে যুক্তি দিচ্ছি না—কেন আমি মনে করি পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হয়েছিল এবং রবিবারের আইনে গিয়ে শেষ হয়। আমি কেবল সেই ভাববাদীয় যুক্তিটি চিহ্নিত করছি, যা রবিবারের আইন পাস করার পর, প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়ে যেভাবে চিহ্নিত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাটি বুঝতে প্রয়োজন। একাদশ পদে, সেটি অজগরের মতো কথা বলে, এবং সেই সময় থেকে 'সে' শব্দটির অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর যুক্তরাষ্ট্র যে পশুর প্রতিমূর্তি স্থাপন করতে বিশ্বকে বাধ্য করছে, তা যুক্তরাষ্ট্রে স্থাপিত পশুর প্রতিমূর্তি নয়, কারণ সেটি ইতোমধ্যেই অতীত।

> আর আমি দেখলাম, আরেকটি পশু পৃথিবী থেকে উঠে আসছে; তার মেষশাবকের মতো দুটি শিং ছিল, এবং সে ড্রাগনের মতো কথা বলত। আর সে প্রথম পশুটির উপস্থিতিতে তার সমস্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে, এবং পৃথিবী ও তাতে বসবাসকারীদের প্রথম পশুটিকে উপাসনা করতে বাধ্য করে—যার প্রাণঘাতী ক্ষত সেরে উঠেছিল। আর সে বড় বড় আশ্চর্যকর্ম করে, এমনকি মানুষের চোখের সামনে আকাশ থেকে আগুন পৃথিবীতে নামিয়ে আনে। আর পশুটির উপস্থিতিতে যেসব অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর দ্বারা সে পৃথিবীতে বসবাসকারীদের প্রতারণা করে; এবং পৃথিবীতে বসবাসকারীদের বলে যে তারা সেই পশুটির জন্য একটি মূর্তি তৈরি করুক—যে তলোয়ারে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, তবু বেঁচে উঠেছিল। আর পশুটির মূর্তিকে জীবন দান করার ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে পশুটির মূর্তি কথা বলতে পারে এবং যারা পশুটির মূর্তিকে উপাসনা করবে না, তাদের হত্যা করা হয়। আর সে সকলকে—ছোট-বড়, ধনী-গরিব, স্বাধীন-দাস—তাদের ডান হাতে বা কপালে একটি চিহ্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করে; এবং যেন কেউ ক্রয় বা বিক্রয় করতে না পারে—কেবল সে-ই পারে যার কাছে সেই চিহ্ন আছে, বা পশুটির নাম, অথবা তার নামের সংখ্যা। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৭।

ওই সাতটি পদে "he" শব্দটি আটবার এসেছে। প্রতিবার "he" শব্দটি ব্যবহৃত হলে, তা যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন জারি হওয়ার সময় "ড্রাগনের মতো কথা বলেছিল" এমন মূল "he"-কেই নির্দেশ করে। যখন যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগনের মতো কথা বলেছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাডভেন্টিস্টরা যে পশুর মূর্তির পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হয়েছিল, কেউ ব্যর্থ হয়েছিল, সেই পরীক্ষা পরে বিশ্বের অন্যান্য জাতির অ্যাডভেন্টিস্টদের জন্যও, এবং বাবিলনে এখনও থাকা ঈশ্বরের অন্যান্য সন্তানদের জন্যও পুনরাবৃত্ত হবে। আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে আমাদের বিবেচনা চালিয়ে যাব, কিন্তু কেন আমরা এই সময়ে এই সত্যটি বিবেচনা করছি তা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই।

তৃতীয় স্বর্গে লুসিফারের দ্বারা শুরু হওয়া যুদ্ধটি রবিবারের আইন প্রবর্তনের সময় প্রথম স্বর্গে যে যুদ্ধ শুরু হয়, তাকে প্রতীকায়িত করে। উভয় যুদ্ধেই ড্রাগনের দূষিত বার্তা দেখা যায়। শয়তানের দূষিত বার্তার আধুনিক প্রকাশটি, শীঘ্র আগত রবিবারের আইনের পরবর্তী সময়ে পৃথিবী গ্রহ যে সম্মোহনী আবেশে বশীভূত হবে, তাকে প্রতিনিধিত্ব করে। ওই

বিভ্রমটি "the information super highway" নামে পরিচিত বিষয়ের ওপর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাধিত হয়। "the information super highway"-এর বিভিন্ন পথ হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, কথিত বিজ্ঞান, বিনোদন, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে সংবাদমাধ্যমের পথ।

যখন এই সত্যটি স্বীকৃত হয় যে 'তথ্য সুপার হাইওয়ে' হলো শয়তানি সম্মোহনী যোগাযোগের আধুনিক প্রকাশ, এবং তৃতীয় স্বর্গে স্বর্গদূতদের যুদ্ধে শয়তান যে সূক্ষ্ম সম্মোহন প্রয়োগ করেছিল সেটিও, তখন আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি যে 'তথ্য সুপার হাইওয়ে' হলো বিশ্বের জন্য পশুর মূর্তির 'শেষ' পরীক্ষার একটি উপাদান, যা রবিবারের আইন-এর পরে ঘটে। তখন সহজেই বোঝা যাবে যে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পশুর মূর্তির 'প্রথম' পরীক্ষাতেও শেষের মতোই একই ধরনের দূষিত শয়তানি যোগাযোগ থাকা আবশ্যক। রবিবারের আইন থেকে দয়ার দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত 'তথ্য সুপার হাইওয়ে'কে দূষিত করার শয়তানের কাজের সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে ২০২০ সালে কীভাবে পৃথিবী-পশুর দুই শিং—রিপাবলিকানবাদ এবং সত্য প্রোটেস্ট্যান্টবাদের অবশিষ্টাংশ—এর হত্যা সম্পন্ন হয়েছিল। এটি সম্পন্ন হয়েছিল 'তথ্য সুপার হাইওয়ে'র মাধ্যমেই, যাকে যোহন প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোতে 'রাস্তা' বলে উল্লেখ করেছেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তথ্যাবলির উন্মোচন হলো সেই সব বিষয়ের একটি অংশ, যা বোঝা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় যারা পশুর মূর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক; এবং ভাবদর্শিনী স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন যে পরীক্ষাকাল শেষ হওয়ার আগে এবং একশো চুয়াল্লিশ হাজার সিলমোহরপ্রাপ্ত হওয়ার আগে সেই মূর্তি গঠিত হবে।

> যখন আদেশ জারি হবে এবং সিলমোহর বসানো হবে, তখন তাদের চরিত্র অনন্তকাল পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক থাকবে। Testimonies, খণ্ড ৫, ২১৬.